যুগান্তর

তারিখ ... 16 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ...

১৭ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সরাসরি উপকৃত হবে। এর মাধ্যমে পাঠ সম্পৃক্ত সব নতুন নতুন তথ্যের সার্বক্ষণিক সংযোজন বিয়োজন জানা যাবে। ছবি : এটুআই অনলাইন সংস্করণ থেকে সংগৃহীত

বাংলাদেশে বর্তমান সরকার শিক্ষাকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরের প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু করেছে। চলতি জুলাই-আগস্টের মধ্যে ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট ৪ হাজার প্রতিষ্ঠানেও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু করবে।

তবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ইতিমধ্যে আরও প্রায় ৪ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের একাধিক ক্লাস চালু রয়েছে।

শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক এবং শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যার বাইরে নিয়ে আসতে ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে আইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকল্পটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক আবুল কালাম আজাদ বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও বিনোদনমূলক এবং শিক্ষার্থীদের কাছে সহজে উপস্থাপনের জন্য আধুনিক এ পদ্ধতি চালু করেছে। তিনি বলেন, প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে সাড়ে ১৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালুর জন্য ল্যাপটপ, প্রোজেক্টর, মোডেম, সাউন্ড বক্স ও স্পিকারসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি পৌঁছে দেয়া হয়েছে। চলতি জুলাই মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ৪ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এসব সরঞ্জামাদি পৌঁছে দেয়া হবে। তিনি বলেন, এ ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে ৫টি করে এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সব শ্রেণীর সব ক্লাসই মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমে পাঠদানে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যে এবং ক্লাস রুমকে টিচার্স সেন্টার না বানিয়ে স্টুডেন্ট সেন্টার বানানোর জন্য এ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বর্তমানে ক্লাসে শিক্ষকরা বইয়ের মাধ্যমে বা ব্ল্যাক বোর্ডে লিখে পাঠদান দিচ্ছেন। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক বিষয়ই বোধগম্য হয়ে উঠছে না। ফলে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা বিষয়টি না বুঝেই বা বিষয়ের গভীরে না গিয়ে মুখস্থ করছেন। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ১৮ হাজার ১০৫ শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেয়ার উপযোগী করে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে। জুলাই-আগস্টের মধ্যে ২০ হাজার ৫০০ প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও সম্পন্ন করা হবে। এ জন্য বর্তমানে দেশের ১৯টি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া বর্তমানে স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে হারে কমে আসছে, সে সংকটও কেটে যাবে বলে সরকার আশা করছে।

আবুল কালাম আজাদ আরও বলেন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালুর এ প্রকল্পটি ২০১২ সালের ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা ছিল এবং বাজেট ধরা হয়ে ছিল ৩০৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকা।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পটি শুরু করতে না পারায় নির্দিষ্ট সময়ে শেষও করা যায়নি। তাই প্রকল্পটির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়ে ২০১৩ সালে ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ সময়ের আগেই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এতে বাজেটও কিছু বাড়বে। তিনি বলেন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকির জন্য এ প্রকল্পের আওতায় আগস্ট থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হবে। এতে কোনো [illegible] ও [illegible] করা হবে। —বিপ্লবুর রহমান সোহেল